০৪-০৫-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কিশোর, যুবা অথবা বৃদ্ধ- যাই হও না কেন, তোমাদের সবারই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। যেহেতু সবাইকে এখন অব্যক্ত (শব্দ না হওয়া) মুক্তিধামে যেতে হবে। অন্যদেরকেও সেই ধামের দিশা দেখাও।"

প্রশ্ন :- এক এক বাচ্চার প্রতি এক এক ধরণের শ্রীমৎ - তা কেন ?

উত্তর :- যেহেতু বাবা প্রতিটি বাচ্চারই নাড়ীর অবস্থা বুঝে শ্রীমৎ দেন। যেমন কেউ থাকে সাংসারিক বন্ধনমুক্ত অবস্থায়, বৃদ্ধা হোক বা কুমারী হোক্, সেবার যোগ্য হলে বাবা তাকে রায় দেন, সে যেন এই সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত করে। কিন্তু সবাইকে তো আর এখানে বসিয়ে রাখা যায় না। প্রত্যেকের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বাবার এই শ্রীমৎ দেওয়া হয়। মাম্মা ও ব্রহ্মাবাবা যেভাবে শিববাবার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা নেন, তাদেরকে অনুসরণ করে, তাদের মতন মনে-প্রাণে সেবা করে বর্সার অধিকারী হতে হবে।

গীত :- *ভোলানাথের মতন এমন অনুপম আর কেউ নেই..... *

ওঁম্ শান্তি ! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা তো গীতের মাধ্যমে শুনলে, শিববাবাকেই ভোলানাথ বলা হয়। আর যিনি ডমরু বাজান, ওনাকে শংকর বলা হয়। দুনিয়াতে তো অনেক আশ্রমই আছে, যেখানে বেদ, শাস্ত্রাদি, উপনিষদ্ ইত্যাদি পড়ানো হয় - যা ডমরু বাজানোর সামিল। এমন অনেক আশ্রমও থাকে, যেখানে মানুষেরা গিয়ে বসবাসও করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে না। তারা ভাবে যে, গুরুরাই আমাদেরকে অব্যক্ত শান্তিধামে নিয়ে যাবে। এরকম ভেবেই সেখানে থাকতে যায়, অন্তিমে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করে। প্রকৃতপক্ষে সেখানে তো কেউ এভাবে ফিরতে পারে না। গুরুরা যে যার নিজের মতো ভক্তির আদব-কায়দা তাদেরকে শেখায়। কিন্তু এখানে তোমরা বাচ্চারা তো জানো, প্রকৃত বানপ্রস্থ অবস্থা এখানেই শেখানো হয়। বাচ্চা, বুড়ো, যুবক সবারই এখন বানপ্রস্থ অবস্থা, তাই মুক্তিধামে নিয়ে যাবার জন্য তোমাদেরকে পুরুষার্থ করানো হয়। এমন আর কেউ নেই যিনি সদ্গতি অথবা মুক্তিধামে যাবার দিশা জানান। গতি ও সদ্গতিদাতা কেবল একজনই। বাবা কিন্তু এমন বলেন না যে, গৃহস্থালী ঘর-সংসার ছেড়ে এখানে এসে বসতে। তবে যে তেমন সেবার যোগ্য, তাকে অবশ্য রাখা যেতে পারে। তোমাদেরকেও অন্যদের বানপ্রস্থের দিশা দেখাতে হবে, যেহেতু এখন সবারই সময় হয়ে এসেছে অব্যক্ত শান্তিধামে যাবার। বানপ্রস্থ অথবা মুক্তিধামে নিয়ে যেতে পারেন কেবল এই একজন বাবা-ই। যে বাবার সম্মুখে তোমরা এখন বসে আছো। যদিও অন্যান্যরা কেউ কেই বানপ্রস্থে পৌঁছে দিতে পারে, কিন্তু শান্তিধামে তাদের নিজের ঘরে তো আর তাদেরকে পৌঁছে দিতে পারে না। বানপ্রস্থের শান্তিধামে পৌঁছবার কেবল এই এক বাবা-ই আছেন, যিনি কেবল সদ্-উপদেশই দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ বলে, বাবা আমি ঘর-সংসার পরিবার সমেত এখানেই চলে আসবো - বাবা তখন জানান, না এমনটা করা যাবে না, প্রথমতঃ বুঝতে হবে, সেবাতে কে কতটা যোগ্য। কোনও বয়স্ক বন্ধনমুক্ত সেবার যোগ্য হলে, তবেই তাকে সেই শ্রীমৎ দেওয়া যায়। সেবা শেখার জন্যই অনেক বাচ্চারা বলে, বাবা প্রদর্শনী করো যাতে আমরা সেবার যুক্তি ও ধরণগুলি বুঝতে পারি। কন্যাদের সাথে সাথে মাতারা ও পুরুষেরাও তা শিখতে পারবে-প্রদর্শনী কিভাবে করতে হয়। বাবা রোজ এসবেরও শিক্ষা দিতে

থাকেন- কাকে কি ভাবে বোঝাতে হবে। প্রয়োজনে যুক্তি ও ব্যাখ্যাও বলে দেন তিনি। সর্বাগ্রে এর উপর বোঝাতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা, যাকে তোমরা স্মরণ করো, তিনি তোমাদের কে হন। তিনি যদি বাবা হন, তবে তো তার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা অবশ্যই পাবে। কিন্তু তোমরা তো সেই বাবাকেই চেনো না। উল্টে একথাও বলো যে, সব কিছুর মধ্যেই ভগবান বিরাজিত। যদি সব কিছুতেই ভগবানের অস্তিত্ব থাকে, তবে তোমাদের এত করুণ ও শোচনীয় অবস্থাই বা কেন। বাচ্চারা তোমরা এখন উপলব্ধি করেছো, স্বয়ং বাবার সম্মুখেই তোমরা বসে আছো। বোধে এসেছে বাবা আমাদের যোগ্য বানিয়ে অর্থাৎ কাঁটাতল্য থেকে ফুলের মতো পবিত্র বানিয়ে ওনার সাথেই নিয়ে যাবেন। অন্যান্যরা কেবল জঙ্গলের দিশাই দেখিয়ে থাকেন। অথচ এই বাবা কত সহজ সরল ভাবে দিশা দেখান। একথা তো প্রচলিতই আছে, মাত্র এক সেকেন্ডেই জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যা কদাপি মিথ্যা নয়। *যেই ক্ষণেই তুমি বাবা শব্ধ উচ্চারণ করলে, তুমি জীবন-মুক্তির হিসাবে চলে এলে।* প্রথমে বাবা তার নিজের ঘরে নিয়ে যান। যা তোমরা এখন নিজেদের ঘরকেই ভুলে গেছো। অন্যেরা তো বলে, 'গড-ফাদার' অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পিতা তিনি অনেক বার্তাবাহকে (দেবদূত) দুনিয়াতে পাঠান, ধর্ম স্থাপনার উদ্দেশ্যে - কিন্তু তবুও যে কেন তারাই বলে- ঈশ্বর সর্বব্যাপী ? উপরের শান্তিধাম থেকেই তো তাদের পাঠানো হয়ে থাকে। যা তারা বলে, অথচ তারাই তা মানে না। বাবা তাদেরকে পাঠান ধর্ম স্থাপনার জন্য, তাই তাদের সংস্থার অনুসরণকারীরাও তাদের পিছনেই আসতে থাকে। এদের সর্বপ্রথমে থাকে দেবী-দেবতাদের সংস্থা। যার প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণ, যারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, একমাত্র তারাই আসে তাদের প্রজাদের নিয়ে। অন্যেরা কেউ-ই এমন ভাবে প্রজা সহিত আসে না। প্রথমে তারা নিজেরা আসে, পরে এক এক করে দ্বিতীয়, তৃতীয় .... আসতে থাকে। তাই তো এখন তোমরা সবাই প্রস্তুত হচ্ছ বাবার থেকে সেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা নেবার জন্য। *এটাও একটা স্কুলই বটে। তাই তো নিজের বা ঘরের কাজ করার সময়ও এক মূহুর্ত বা আধা মূহুর্ত কিম্বা পৌনে মূহুর্তও যদি বাবাকে স্মরণ করো, সেই এক সেকেন্ডেই তুমি বুঝতে পারবে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার প্রকৃত সম্বন্ধটা কি!* আর অন্যেরা তো শুধু কথার কথা বলে দেয়, পরমপিতা ..... উনি তো সবার পিতা, সৃষ্টিকারী ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তারা তো সঠিক ভাবে তাঁকে অর্থাৎ বাবাকে জানতেই পারেনি, তাই তাদেরকে আর কি বা বলা যায়। একথা অবশ্য সত্য যে, বাবা-ই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, অতএব স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার তো বাবা-ই দেবেন। পূর্বেও উনি তা ভারতকেই দিয়েছিলেন। *নর থেকে নারায়ণ হবার রাজযোগের তাই তো এত খ্যাতি।* যা 'সত্য-নারায়ণের কথা' হিসাবে প্রচলিত আছে। ঠিক এমনই রয়েছে 'অমর-কথা', 'তীজরীর কথা' (তৃতীয়-নয়ন, জ্ঞানের প্রাপ্তি, যার দ্বারা আত্মা তার প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারে)। বাচ্চারা তোমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারো, বাবা তোমাদেরকে কিভাবে আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন। সেই কারণেই বাবা শ্রীমৎ দিয়ে থাকেন। যে মতের দ্বারা কল্যাণ অবশ্যই হয়। বাবা প্রত্যেক বাচ্চারই নাড়ী বুঝতে পাড়েন। জানতে পারেন সেবার নিমিত্তে কার কোনও সাংসারিক বন্ধন নেই, যাতে সে খুব ভাল ভাবে সেবার কাজ করতে পারে। প্রথমে দেখে সে উপযুক্ত কিনা, তারপরেই উনি ওনার নির্দেশাবলী দেন। সব কিছুর পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারপরেই বাবা বলেন - তুমি এখানেই থাকতে পারো এবং সেবার কার্যও করতে পারো, যখন যেখানে প্রয়োজন অনুসারে। প্রদর্শনীতেও তো অনেকেরই দরকার পড়ে। বয়স্ক আত্মার যেমন দরকার - তেমনি কুমারী কন্যাদেরও। সেই উদ্দেশ্যে সবাইকেই এই জ্ঞানের পাঠ পড়ানো হয়। বলা হয় 'ভগবান উবাচ' - তা কিন্তু সেই নিরাকার ভগবানকে উদ্দেশ্য করেই। তোমরা আত্মারা সেই নিরাকার বাবারই বাচ্চা। তোমরাই বলো, 'গড-ফাদার', সেক্ষেত্রে তাকে তো আর সর্বব্যাপী বলা যায় না। যেমন লৌকিক

বাবাকে কি আর সর্বব্যাপী বলা হয়- না তা বলা হয় না। নিরাকার শিববাবার প্রতি তোমরাই তো গুণ-গান কীর্তন করে বলো, উনি যখন পতিত পাবন বাবা, তখন নিশ্চয় এখানে এসে আমাদেরকে পবিত্র-পাবন বানাবেন। বাচ্চারা, তোমরা জানতে পেরেছ, তোমারা এখন পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র অবস্থার দিকে এগোচ্ছ। বাবা নিজেই এমন বলছেন - "তোমাদের সাথে আবার আমার মিলন হচ্ছে পুরো ৫ হাজার বছর বাদে। তাই তোমরাও এসেছ ওনার আশীর্ব্বাদী বর্সা নিতে। আর এও জানো যে বর্তমানে রাজধানী স্থাপনের কার্য চলছে। ঠিক এমন ভাবেই মাম্মা-বাবাও শিববাবার থেকে বর্সা নিয়ে থাকেন, তোমরাও ঠিক তেমনি ভাবে সেই বাবার থেকেই বর্সা পাও, তাই তাদেরকেই অনুসরণ করে। সেক্ষেত্রে মাম্মা-বাবার মতন সেবাও করতে হবে"। মাম্মা-বাবা তো সেইসব কাহিনী বর্ননাও করেন যেভাবে নর থেকে নারায়ণ হওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে তা মানবো নাই বা কেন। *যারা সূর্যবংশী হয়ে আসে, ক্রমে তারাই চন্দ্রবংশীতে আসে। কিন্তু তোমাদের অবশ্যই লক্ষ্য থাকবে সূর্যবংশীতে আসার। তা কিন্তু খেয়াল রাখতেই হবে, বুঝেছ তো ?* অবুঝ বাচ্চাদের স্কুলে গিয়ে বসাই উচিত নয়। বাবা শ্রীমৎ দেন। আমরা তা নিশ্চয় ভাবেই জানি, শিববাবা স্বয়ং ব্রহ্মাবাবার শরীরকে আধার করে ওনার শরীরেই অবস্থান করেন। আর তা হলে প্রজাপিতাকে (যিনি প্রজাদের পালক) পাবই বা কি প্রকারে। ব্রহ্মা তো সূক্ষ্ম-বতনবাসী। কিন্তু প্রজাপালক প্রজাপিতাও তো চাই। তাই শিববাবা জানান, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনার কার্য হয়ে থাকে- কিন্তু কাদের ? --ব্রাহ্মণদের। তাই এই ব্রহ্মার শরীরেই প্রবেশ করি। যেমন তোমাদের আত্মারা তোমাদের শরীরে প্রবেশ করে। আমাকেই কিন্তু জ্ঞানের সাগর বলা হয়। কিন্তু আমি যে নিরাকার, তাই জ্ঞান শোনাবো কি প্রকারে। কৃষ্ণকে কিন্তু জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। *কৃষ্ণের আত্মা অনেক জন্ম পরে তার অন্তিম জন্মে জ্ঞান ধারণ করে আবার কৃষ্ণ হয়েই আসে। যিনি এখন সে স্বরূপে নেই। তোমরা জানতে পেরেছো, ভগবানের দ্বারা রাজযোগ শিখে আত্মারা দেবী-দেবতা হয়ে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হয়। শিববাবা জানান, এমনি ভাবেই কল্প কল্প ধরেই আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে আসছি। জ্ঞানের পাঠে তো কেবল স্বর্গের রাজত্বে আসা যায়, কিন্তু রাজযোগের দ্বারা তোমরা তো রাজাধিরাজ রাজা হতে চলেছো। তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এমনটাই থাকা উচিত। তোমরা এখানে এসেছো আবার সূর্যবংশীয় দেবী-দেবতা হতে।* স্বর্গরাজ্যে সেখানে কেবল একটাই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। যেখানে বর্তমান দুনিয়ায় এখন কত অনেক ধর্মের অবস্থান। কত শত গুরু। এদের সবারই বিনাশ হবে। এইসব *গুরুদেরও গুরু সবারই সদ্গতিদাতা সেই একই শিববাবা।* বাবা স্বয়ং তা বলেন, আমি এসেছি সাধুদেরও সদ্গতি করতে। নিকট ভবিষ্যতে অনেকেই এসে তোমাদের সামনে নতজানু হবে। ঠিক যেমনটি হয়েছিল কল্প পূর্বেও।

বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই অবিনাশী নাটকের (ড্রামার) সমস্ত গুহ্য রহস্যগুলিই জানা আছে। তাই জানতে পেরেছো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর - ওনারা সূক্ষ্মবতনবাসী। আর ইনি হলেন প্রজাপিতা। শিববাবা বলেন, আমি ব্রহ্মার বৃদ্ধ শরীরেই মধ্যেই প্রবেশ করি। তিনি ব্রহ্মাকেও 'ওহে বাচ্চা' বলে সম্বোধন করেন। তোমরা সবাই এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, তাই জ্ঞানের কলস তোমাদের মাথায় রাখা হয়েছে। তোমরা অনেক জন্ম নিয়েছো। বর্তমান সময়কালটা চূড়ান্ত নরকের পর্যায়ে। কোনও নদী বা তার ধারাকে নরক বলা যায় না। গড়ুর পূরাণে তো কত কিছুই লেখা হয়েছে। বাবা স্বয়ং বসে বাচ্চাদেরকে এখন সে সবই বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মারও এসব পাঠ পড়া আছে। ভোলানাথ বাবা স্বয়ং বসে তার সহজ-সরল বাচ্চাদেরকে এখন প্রকৃত জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। এই গরীব ভোলা-ভালা বাচ্চাদেরকেই তিনি ধনী থেকেও ধনী মহাধনী বানাচ্ছেন। তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো, তোমরাই

সূর্যবংশীয় মালিকে পরিণত হতে যাচ্ছো। তারপরেও কেন আবার ধীরে ধীরে তোমাদের পতন হতে থাকে ? সত্যি, কি বিচিত্র এই উত্থান-পতনের (ওঠা-নামার) খেলা। স্বর্গে থাকাকালীন তোমাদের কত বিশাল সম্পদ থাকে। যার সাক্ষী, এখনও সেই সব রাজাদের বড় বড় মহলগুলি। জয়পুরে এমন অনেক মহল আছে। এখনকার রাজাদেরই যদি এত বড় বড় মহল থাকে, তবে না জানি তখন ঐ সময়কালে কত বিশাল বিশাল মহলই ছিল ! সরকারী মহলও এমন সুন্দর হয় না। রাজাদের জমকালো মহলগুলি বানাবার ধারণাটাই স্বতন্ত্র। আর স্বর্গের মডেল (নমুনা-*বিনীতা নগরী*) দেখতে চাইলে আজমের যাও। ঐ একটা মডেল বানানো কতই না কষ্টসাধ্য। কিন্তু তা দেখে তোমরা কতই না আনন্দ পাবে। এখানে বাবা তোমাদেরকে মূহুর্তেই কত কিছুর সাক্ষ্যাৎকার করিয়ে দেয়। *এখন তোমরা যা দিব্য-দৃষ্টিতে দেখছো, ভবিষ্যতে সেটাই তোমরা বাস্তবে দেখতে পাবে।* যদিও ভক্তি-মার্গের ভক্তদের কিছু কিছু সাক্ষ্যাৎকার হয়ে থাকে, কিন্তু তারা কেউ বৈকুন্ঠের মালিক হতে পারে না। বাস্তবে তোমরাই সেখানকার মালিক হও। আর বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো একেবারেই নরক। একে অপরকে মারতে-কাটতেই ব্যস্ত। সন্তান বাবাকে, ভাই ভাইকেও খুন করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু সত্যযুগে লড়াই-ঝগড়ার কোনও ব্যাপারই নেই। *তোমাদের এখনকার পুরুষার্থের উপার্জনে ২১ জন্ম পর্যন্ত সেই অনুসারে পদের প্রাপ্তি ঘটে।* অতএব তোমাদের কতই না খুশীতে থাকা উচিত। মূল কথা হল, তোমরা যদি বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় আর তার গুণগুলিকেই না জানো, তবে বাবা বাবা বললে, তাতে আর লাভের লাভ কি বা হবে। এত দান-পুণ্য করেও তো ভারতের আজ এই হাল হয়েছে। কিন্তু এই ভাবটাকেই কেউ বুঝতে চায় না। তাদের ধারণা, ভক্তিতেই ভগবানকে পাওয়া যায়। কিন্তু, কখন আর কিভাবে ওনাকে পাওয়া যায়! ভক্তি তো সবাই করে, কিন্তু সবাই তো আর রাজত্ব পায় না। এই বিষয়টা না বুঝতে পেরে তাল-গোল পাঁকিয়ে ফেলে। তোমরা অন্যদেরকে এইভাবে বোঝাতে পারো, এইসব শাস্ত্র-পুঁথি ইত্যাদি ভুলে যাও, জীবিত থেকেও মানসিক ভাবে নিজেকে মৃতবৎ মনে কর। ব্রহ্ম-তত্ব কেবল একটা উপাদান মাত্র। তার মাধ্যমে আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাবে কিভাবে ? তা কেবল পাওয়া যায় বাবার থেকেই। যা কল্পে-কল্পে প্রতি কল্পেই আমরা পেয়ে থাকি। আর এটা কোনও নতুন কথা নয়। *এই বিশ্ব-নাটক এখন সম্পূর্ণ (শেষ) হতে চলেছে। তখন আমাদেরকে এই শরীর ছেড়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবাকে যত বেশী স্মরণ করবে, অন্তিম সময়ে মনের যেমন স্থিতি থাকবে সেই অনুসারেই তোমাদের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হবে।* বর্তমানের এই সময়কালকে পরিবর্তনের বিনাশ কাল বলা হয়। যে সময়ে পাপী আত্মাদের কর্ম্মফলের সব হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিতে হয়। এই সময়েই যোগবলের দ্বারা সেবাধারীদেরকে পুণ্য-আত্মা হতে হবে। খড়ের গাদায় যেমন আগুন লেগে মূহুর্তেই সব ছাঁই হয়ে যায়, তেমনি হতে থাকবে সর্বত্রই। ফলে আত্মারাও তাদের নিজ ঘরে ফিরে যাবে। যখন মাত্র এক ধর্মের রাজত্ব স্থাপন হয়, তখন অন্য ধর্মগুলি অবশ্যই লোপ পেয়ে ঘরে ফিরে যায়। শরীরকে কিন্তু সাথে নিয়ে যেতে পারে না।

অন্যেরা কেউ কেউ বলে থাকে, মৃত্যুর পর কারও কারও মোক্ষ-লাভ হয়। কিন্তু তা তো হতেই পারে না। যেখানে এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট ক্রমান্বয়ে ঘুরতেই থাকে, যার কোনও আদি-অন্তই নেই। সেই অনাদি-চক্র কিভাবে ঘুরে-ফিরে কল্প-চক্রে আসে, তারই গোপন রহস্য এখন বাবা বসে শোনাচ্ছেন। অন্যদেরও এসব কথা বোঝাতে হবে। যখন এসব কথা তারা ভাল ভাবে বুঝতে পারবে, তখন তোমাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এটা বি কে-দের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পাখীরা যদিও অনেক কিছুই খায়, কিন্তু অপরের ধর্মকে তারা খায় না মোটেই। বাচ্চারা, *জাগতিক কোনও কিছুরই উপর

মমত্ব থাকা উচিত নয় তোমাদের। প্রকৃত অর্থে এই দুনিয়া এখন কবর-স্থান তুল্য। পুরোনো জরাজীর্ণ দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ থাকবেই বা কেন।* আমেরিকার বিদ্বজনেরাও ভাবে যে, এই দুনিয়াতে পাঠাবার প্রেরক অবশ্যই কেউ আছে। মৃত্যু যে আমাদের সামনেই দন্ডায়মান। এদিকে বিনাশও অবধারিত। সবারই মনে সে চেতনা আছে। নাটকের চিত্রপটে ভবিষ্যৎ এভাবেই রচিত হয়েছে। শিববাবা মহাদানী-দাতা। ওনার কোনও কিছুতেই আসক্তি নেই। ইনি তো নিরাকার। যা কিছু আছে সবই বাচ্চাদের। নতুন দুনিয়াও বাচ্চাদেরই জন্য। আমরা সেই দুনিয়া স্থাপনার কার্যে নিযুক্ত যে দুনিয়ায় রাজত্বের সুখ-ভোগ আমরাই করবো। বাবা তো সম্পূর্ণরূপে নিষ্কামী (মোহহীন-নিরাসক্ত-নির্লিপ্ত)। বাবাকে স্মরণ করতে পারলেই তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যায়। তোমরা ডবল (দ্বি-গুণ) লোকহিতৈষী মহাদানী বিশ্বকল্যাণকারী বাচ্চা। তন-মন-ধন সবকিছুই বাবাকে সমর্পণ করেছো। অন্যদিকে তোমরা আবার অবিনাশী জ্ঞান-রত্নও বিলি কর। কিন্তু শিববাবাকে তোমরা কি দাও ? শ্রাদ্ধের জিনিষ-পত্র যেমন অগ্রদানী (ব্রাহ্মণ)কে দেওয়া হয় - তেমনই। ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ, কিন্তু ঈশ্বর কি সে সবের ভোগী ? কিম্বা কৃষ্ণের প্রতি অর্পণ, এমনও বলে থাকো কেউ কেউ। জগতের লোকেরা এই দুজনকে (শিব+কৃষ্ণ) একেবারে ভিখারীর পর্যায়ে ভেবে নিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এনারা তো দাতা। *আচ্ছা !*

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

(১) এই পুরানো দুনিয়ার কোনও বস্তুর প্রতিই আসক্তি রাখা উচিত নয়। এই দুনিয়ার কোনও কিছুর প্রতিই কোনও প্রকারের ইচ্ছা বা আগ্রহ রাখা উচিত নয়, যেহেতু বর্তমানের যা কিছু আছে, সবকিছুই কবরে চলে যাবে।

(২) নাটক এখন শেষের পর্যায়ে, কর্মফলের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। অতএব যোগবলের দ্বারা পাপমুক্ত হয়ে পুণ্যাত্মা হতে হবে। ডবল-দানী হতে হবে।

বরদান :- জ্ঞানী হয়ে ব্যর্থকে বুঝে নিয়ে, তা দূর করে, তাকে পরিবর্তন করতে পারা প্রকৃত যোগী হও।

বিস্তার :- প্রকৃত যোগী হবার লক্ষ্যে মন আর বুদ্ধিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ থেকে মুক্ত থাকো। যার জন্য সম্পূর্ণ জ্ঞানের সাথে সাথে শক্তিশালী আত্মা হওয়ারও প্রয়োজন। যদিও জ্ঞানের আধারে বুঝতে পারো, কোনটা সঠিক, কোনটা বেঠিক, কিম্বা এটা এই- কিন্তু নিজের ভিতরে তার প্রভাব যেন না পড়ে। জ্ঞানের অর্থ বোধশক্তি আর বিচক্ষণ তাকেই বলা যাবে, যে সবকিছুই বুঝতে পারবে। কিভাবে তা দূর করতে হবে আর কিভাবেই বা তার পরিবর্তন করতে হবে। যদি ব্যর্থ বৃত্তি, ব্যর্থ চিন্তনকে স্বাহা (আহুতি) করতে পারো, তবেই তাকে বলা যাবে প্রকৃত যোগী।

শ্লোগান :- ব্যর্থ থেকে বেপরোয়া (চিন্তামুক্ত) থাকো, মর্যদায় নয়।